দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

103

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আবার অস্ত্রের ঝনঝনানি

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার) সীট দখলকে কেন্দ্র করিয়া মোহসীন হলে সৃষ্ট উত্তেজনার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। রবিবার রাত্রে প্রায় অর্ধ শত রাউণ্ড গুলী-বর্ষণ, উপর্যুপরি হাতবোমা ফাটানোর এক পর্যায়ে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ঘটনা-স্থলে পৌঁছার পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হইলেও গতকাল (সোমবার) সকালে আবার গুলী বিনিময় হয়। শেষ খবর লেখা পর্যন্ত মোহসীন ও সূর্যসেন হলের গেটে-ছাদে বেশ কিছু তরুণকে টহল দিতে দেখা গিয়াছে। এদের অনেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেখা গিয়াছে। হল দুইটির সাধারণ ছাত্রদের অনেকে ইতিমধ্যে হল ত্যাগ করিয়াছে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকাল বিভিন্ন হল প্রভোষ্ট,হাউস টিউটর ও উচ্চ (২য়পৃঃ

অস্ত্রের ঝনঝনানি

(১ম পৃঃ পর)

পদস্থ অন্য কর্মকর্তাদের এক সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, অস্ত্র ও শিক্ষার সহ-অবস্থান কোনমতেই সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হইয়াছে। ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ এমাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে এই সভায় মাষ্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষা শেষে হল ত্যাগ করিবার আগে আবাসিক সীটটি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের জন্য আহ্বান জানাইয়া বলা হয়, অন্যথায় প্রার্থীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হইবে না। সভায় হলের সার্বিক পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য সপ্তাহে ৫দিন অন্ততঃ ২ ঘণ্টা হল প্রাধ্যক্ষ, হাউস টিউটরদেরকে ছাত্রদের সহিত বৈঠক করার আহ্বান জানানো হয়। প্রয়োজন বোধে ভাইস চ্যান্সেলরের বাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়েন করার জন্যও সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ভারপ্রাপ্ত ভিসি ডঃ এমাজউদ্দিন সন্ধ্যায় পৃথকভাবে বিবদমান দুই গ্রুপের নেতাদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানা যায় নাই।

জানা যায়, মোহসীন হলে একটি সীট দখলকে কেন্দ্র করিয়া জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একজন কর্মীর সহিত ছাত্রলীগ (মু-না)র একজন কর্মীর হাতাহাতির ঘটনা শেষে সংগঠন পর্যায়ে ছড়াইয়া পড়ার পর রবিবার রাত্রে গোলা-গুলী পর্যায়ে রূপ নেয়। দুই গ্রুপের মধ্যে প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী গুলী বিনিময়ের ঘটনার এক পর্যায়ে রাত্র ১ টার দিকে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এমাজউদ্দিন মোহসীন হলের প্রভোষ্ট ডঃ ফয়েজসহ বেশকিছু শিক্ষক হলে আসেন। তাঁহাদের সহিত একদল পুলিশকেও হল এলাকায় দেখা যায়।